মানুষকে আরাম, উষ্ণতা ও নিরাপত্তা প্রদান করা ও তার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করাই হল পোষাকের মূল উদ্দেশ্য। এমনকি, ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ককে উক্ত পোষাকের অনুরূপ বলেই গণ্য করা হয়েছে।

## স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কে স্নেহ ও অনুকম্পা

হজরত মুহম্মদ, পুরুষদের, তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করতেই নির্দেশ দিতেন। ওনার স্ত্রী হজরত আয়েশাকে একবার নবীর গৃহে স্ত্রীদের প্রতি তাঁর ব্যবহার কেমন ছিল সেই নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উনি তার উত্তরে বলেছিলেন "উনি, গৃহে আপনাদের মতই একজন ছিলেন, অথচ উনি ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও উদার, গৃহের সব কাজেই উনি নিজের স্ত্রীদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। নিজের বস্ত্র উনি নিজেই সেলাই করতেন এমনকি নিজের জুতোর মেরামতও উনি নিজেই করতেন।" উনি নিজের স্ত্রীদের সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত ছিলেন।

> এবং তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছ থেকে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। (কুরান - ৩০ : ২১)

## ইসলামে মা ও কন্যা সন্তানদের উচ্চস্থান

সন্তানের জীবনে, তার মায়ের প্রভাব হয়, সব থেকে বেশি, বিশেষ করে, মা, শিশুর জীবনের শুরুতে, তাকে, যত্ন, মায়া, মমতা ও স্নেহ দ্বারা বড় করে তোলেন, প্রতিপালন করেন। নিঃসন্দেহে, সমাজের সাফল্য, মায়েদের উপরই নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে, এটিই যথাযথ যে, ইসলামে, মায়েদের কে সম্মানের উচ্চস্থান প্রদান করা হয়।

> "আমি মানুষকে আদেশ দিয়েছি, সে যেন নিজের পিতা মাতার সহিত ভালো ব্যবহার করে, কেননা, তার মা, তাকে অত্যন্ত কষ্টে, পেটে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে" (কুরান - ৪৬ : ১৫)

একদিন, হজরত মোহম্মদ কে প্রশ্ন করা হয়েছিল - "হে আল্লাহর রসূল - সবার মধ্যে, আমার ভালো ব্যবহারের সবথেকে বেশি অধিকারী কে"? তিনি বলেছিলেন-" তোমার মা, ব্যক্তিটি এই প্রশ্ন আরও দুবার করলেন, তাতেও হজরতের জবাব একই ছিল। কেবল চতুর্থবার এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন - "এরপর, তোমার পিতা"।



কেবলমাত্র মাতার প্রতি সুন্দর ব্যবহার করলেই যে ইসলাম পুরস্কৃত করে তাই নয় - বরং কন্যা সন্তানদের বড় করে তোলাতেও ইসলামে, বিশেষ পুরস্কার আছে, যা পুরুষ সন্তানদের বড় করে তোলার ক্ষেত্রে নেই।

হজরত মুহম্মদ বলেছিলেন - "যাদের দুটি কন্যা সন্তান আছে, এবং তারা সেই দুজনকে যত্ন সহকারে বড় করেন, সেই দুই কন্যা সন্তানই, তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের যোগ্য হওয়ার কারণ হয়ে উঠবে"।

## উপসংহার

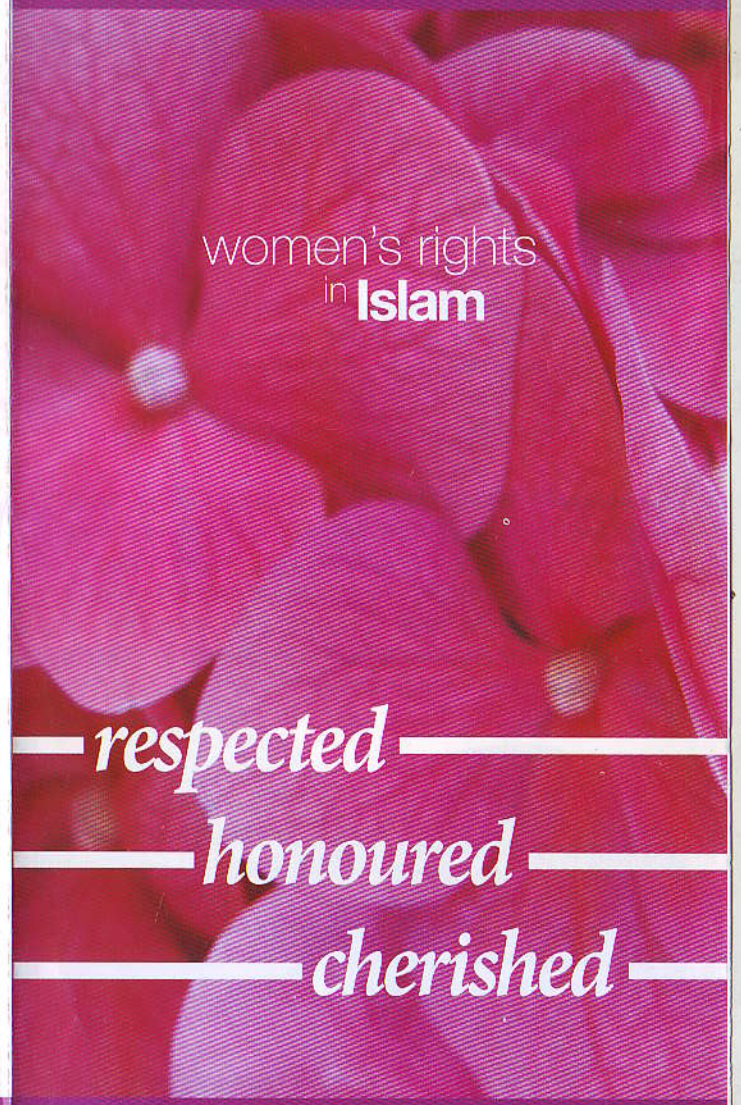
ইসলামের পূর্বে, মনে করা হত যে নারীরা লজ্জাজনক, কন্যা সন্তানদের জ্যান্ত পুঁতে মারা হত, বেশ্যাবৃত্তি অব্যাহত ছিল, তালাকের অধিকার কেবল স্বামীদেরই ছিল, উত্তরাধিকার সূত্রে, নারীদের কোনই প্রাপ্তি ছিল না, আর নারীদের নিপীড়ন ও শোষণ প্রচলিত ছিলো। ইসলামের আর্বিভাবে, এই সমস্ত হীন প্রথার সমাপ্তি ঘটলো। সমান কর্মে, সমান বেতন তো দূরের কথা, আজকের তথাকথিত উন্নত দেশগুলিতেও নারীদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। যদিও, অসম্মানের বিন্দুমাত্রও স্থান ইসলামে নেই, কারণ ইসলামে, নারীরা হল, মূল্যবান। মধ্য-পুর্বের কিছু দেশে, নারীদের অমর্যাদার কথা বলা হয়ে থাকে তার জন্য দায়ী তাদের চিরাচরিত সামাজিক প্রথা যা কেবল মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমানরা অনুসরন করে থাকে, তবে, এই প্রথাগুলি, আদৌ ইসলামি প্রথা নয়। যদি সত্যিই, ইসলাম এমনই এক ধর্ম, যা নারীদের শোষণ করে, তাহলে বিশ্বজুড়ে এত নারীরা, ইসলাম গ্রহণ করছেন কেন?

আমাদের প্রভু ও সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সকল নরনারীর প্রতিপালক,আল্লাহ তায়ালার এই নিম্ন শব্দগুলি দিয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করছি।

মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী,
মোমেন পুরুষ, মোমেন নারী,
ফরমাবর্দার পুরুষ, ফরমাবর্দার নারী,
সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী,
ধৈর্য্যশীল পুরুষ, ধৈর্য্যশীল নারী
এদের জন্য আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা ও
মহা পুরুস্কারের আয়োজন করেছেন"।
(আল কুরান - ৩৩ : ৩৫)

Receive FREE copy of Quran
Call / SMS / Email / Visit us
98 3631 5658 Explorelslam101@gmail.com www.Explorelslam.in

# ইসলামে নারীদের অধিকার




explore Islam Peace . Mercy . Eternal Bliss

প্রচলিত একটি ধারণা এই, যে ইসলামে, নারীরা পুরুষদের অধীনস্থ, মর্যাদাহীন ও শোষিত। কিন্তু সত্যিই কি তাই? কোটি কোটি মুসলমান পুরুষরা কি তেমনই শোষনকারী, নাকি এটি নেহাতই মিডিয়ার প্রচার করা, কিছু অসত্য, ভ্রান্ত বক্তব্য? প্রায় চোদ্দশ বছর আগে থেকেই, ইসলাম, নারীদের সেই সম্মানের স্থান ও অধিকার দিয়ে এসেছে, যা, পশ্চিমী দেশগুলির নারীরা, সবে সাম্প্রতিক কালে উপভোগ করতে আরম্ভ করেছে।

এবং পুরুষদের যেমন নারীদের উপর অধিকার আছে, একই রকম পুরুষদের উপর নারীদের অধিকার আছে। (কুরান - ২:২২৮)

১৯৩০ এর দশকে অ্যানি বেসান্ত বলেছিলেন "কেবলমাত্র বিগত কুড়ি বছরে খ্রীষ্টান ইংল্যান্ড নারীকে সম্পত্তিতে অধিকার দিয়েছে, যদি এটা বলা হয় যে ইসলাম প্রচার করে যে, নারীদের আত্মা বলে কিছু নেই, তাহলে এ এক মিথ্যা অপবাদ ছাড়া অন্য কিছুই নয়" -- ("The Life and Teachings of Muhammad, ১৯৩২")

সকল নর-নারীই একটিই মানুষ থেকে অবতরণ হয়েছে, তিনি হলেন নবী-আদম। নর ও নারীদের পরস্পরের মধ্যে ন্যায় ও দয়ার ব্যবহার ছাড়া অন্যকিছুই স্থান ইসলামে নেই।

## সমান পুরস্কার ও সমান হিসাব

নারী ও পুরুষ , উভয়ই একই ভাবে আল্লাহর উপাসনা করে, একই ক্রিয়া দ্বারা - তারা একই ধর্ম পুস্তক পাঠ করে আর একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী । ঈশ্বর শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ হল "আল্লাহ" । আল্লাহ, সকল মানবজাতির ন্যায় সহকারে, সমানভাবে বিচার করেন। নারী ও পুরুষদের উভয়েরই প্রতি ন্যায়বিচার ও উভয়কেই পুরস্কৃত করার উপর তিনি জোর দিয়েছেন। কুরানের বহু স্তবকেই এই কথাই প্রমাণিত যেমন

আল্লায় বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদের আল্লাহ তায়ালা এমন এক সুরম্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান হবে, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে, জান্নাতে তাদের জন্য সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকবে (কুরান - ৯:৭২)

আমি নর-নারী নির্বিশেষে, তোমাদের কোনো কাজ কখনও বিনষ্ট করবো না এবং তোমরা একে অপরের অংশ (কুরান - ৩ :১৯৫)

উক্ত স্তবকগুলি থেকে এটি স্পষ্ট যে পুরস্কার, প্রত্যেকের, নিজের কর্মের উপর নির্ভর করবে, লিঙ্গের উপর নয়। কারণ, মানুষ কতটা পুরস্কৃত হবে এবং তার বিচার কিভাবে হবে, সেই ব্যাপারে, লিঙ্গের কোনোই ভূমিকা নেই। অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে যদি ইসলামের তুলনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, ইসলামে, নারী ও পুরুষ, উভয়ের প্রতিই সমান বিচার ব্যবস্থা আছে। উদাহরন স্বরূপ ইসলাম এটি বিশ্বাস করে না, যে নিষিদ্ধ বৃক্ষ থেকে ফল গ্রহন করার জন্য, ইভ আদমের চেয়ে বেশি দায়ী। ইসলামের মতে, আদম ও ইভ দুজনেই দোষী, দুজনেই অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা দুজনকেই ক্ষমা করেছিলেন।

## শিক্ষা গ্রহণে নারী-পুরুষের সমান অধিকার

হজরত মুহম্মদ বলেছিলেন - "প্রতিটি আল্লায় বিশ্বাসী নর ও নারীর জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক"।

এমনকি, বহু খ্যাতি সম্পন্ন নারী ছিলেন, যাদের ইসলামের প্রতিটি বিষয়ের উপর প্রভূত জ্ঞান ছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁরই পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং বাকিরা ছিলেন ওনার অনুগামী ও তাঁদের কন্যাগণ। এনাদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন রসুলের স্ত্রী হজরত আয়েশা এবং তাঁরই মারফত, মুসলিম আইনের এক চতুর্থাংশ আমরা পেয়েছি।

এইসব উচ জ্ঞান সম্পন্ন নারীদের অনেক ছাত্ররাই পরবর্তীকালে, ইসলামের বড় বড় পন্ডিত হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

## জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমানাধিকার

নিজের জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার ও বিবাহের পরও নিজের পিতার পদবী ধরে রাখার অধিকার দিয়ে, নারীকে ইসলাম তার যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। অনেকেরই এই ধারণা, যে, ইসলামে মাতাপিতা জোর করে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, নিজেদের কন্যা সন্তানদের বিবাহ দেন, কিন্তু এটি কেবলই একটি সামাজিক প্রথা, ইসলামে, এর কোনোই ভিত্তি নেই। এমনকি, এই প্রথা ইসলামে নিষিদ্ধ।

হজরত মোহম্মদের কাছে একবার একটি নারী এসে বলেছিলেন- "আমাদের সামাজিক সম্মান বৃদ্ধির স্বার্থে ,আমার পিতা , আমার এক আত্মীয় সম্পর্কের ভাইয়ের সঙ্গে জোর করে আমার বিয়ে দিয়েছেন "। রসুল তক্ষুনি সে নারীর পিতাকে ডেকে পাঠিয়ে তারই সামনে সেই নারীকে এই সুযোগ করে দিলেন, যে , তিনি চাইলে এই বিয়েতে থাকতে পারেন অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ বেছে নিতে পারেন । তখন সেই নারী বললেন - "হে আল্লার রসুল আমার পিতা যা করেছেন তা আমি মেনে নিয়েছি, কিন্তু আমি শুধু অন্য নারীদের কাছে এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম যে, তাদের জোর করে বিয়ে দেওয়াটা সিদ্ধ নয়"।

## সমান অথচ পৃথক

যদিও, ইসলামে, সাধারণভাবে নারী ও পুরুষের দুজনেরই সমান অধিকার আছে, তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের দায় দায়িত্ব ও অধিকার, এক ওপরের অবিকল নয়।

দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে, তারা উভয় উভয়ের পরিপূরক।

তাছারাও, নারী ও পুরুষের মধ্যে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বহু শারীরিক পার্থক্য আছে এমনকি বৈজ্ঞানিকেরা এও প্রমাণ করেছেন যে, তারা দুজনেই ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভাষা, তথ্য ও আবেগের মূল্যায়ন করে।

হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, সামাজিক জীব বিদ্যা, বিশেষজ্ঞ, Edward O. Wilson বলেছেন যে নারীরা সামাজিক ক্ষেত্রে, আবেগ সংক্রান্ত ও মৌখিক কাজের ক্ষেত্রে, পুরুষদের তুলনায় বেশী দক্ষ।

অপরপক্ষে, পুরুষেরা হয় বেশী, স্বাধীনচেতা, তারা বেশী, কর্তৃত্ব করেন ও তারা গণিতে বেশি পটু হন। নারী পুরুষ, দুজনকে সমান চোখে দেখা ও তাদের পার্থক্যগুলিকে এড়িয়ে যাওয়াটা নেহাতই মুর্খামি। তাই, ইসলাম বলে, যে তারা প্রকৃতির সঙ্গে এবং মানানসয়ী তাদের দায়দায়িত্ব আলাদা হলেও, তারা একে অপরের পরিপূরক।

ছেলে কখনোই মেয়ের মত সব কাজ করতে সক্ষম হয়না। (কুরান ৩:৩৬)

তিনি কি সৃষ্টি সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে জানবেন না, যিনি এর সবকিছু বানিয়েছেন, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত সূক্ষদর্শী এবং সববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত (কুরান ৬৭:১৪)

## পরিবার

আল্লাহ তায়ালা ,নারী ও পুরুষকে একে অপরের থেকে ভিন্ন রূপে সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা পৃথক ভূমিকা পালন করতে পারে, ও পৃথক দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হয়। এই পার্থক্যের ক্ষেত্রে, বিচারকে, উৎকৃষ্টতা বা নিকৃষ্টতার গন্ডিতে ফেলাটা অনুচিত হবে উভয়েই তাদের নিজেদের কার্যক্ষেত্রে দক্ষ ও পটু। ইসলামে পরিবার,অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি মুসলমান পরিবারের, আর্থিক , দায়িত্বে থাকেন, সেই পরিবারের পুরুষেরা। এবং সেই পরিবারের সদস্যদের শারীরিক, মানসিক ও শিক্ষাগত ভালোমন্দের দায়িত্বে থাকেন, সেই পরিবারের নারীরা। এতে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়, প্রতিযোগিতা নয়। পরস্পর পরস্পরের দায়িত্ব পালন করে, গড়ে তোলে এক মজবুত পরিবার, যা পরবর্তিকালে গিয়ে তৈরী করে এক মজবুত সমাজ। তাছাড়া, নারী ও পুরুষ একে অপরের কাছ থেকে আলাদা থেকে মানসিক সুখ লাভ করতে পারে না। এই বিষয়ে সুন্দরভাবে কুরানে আল্লাহ বলেছেন,

নারীরা যেমন তোমাদের জন্য পোষাক, ঠিক তেমন ভাবেই, তোমরাও (অর্থাৎ পুরুষরাও) তাদের জন্য সমতুল্য পোষাক (কুরান - ২:১৮৭)